দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 FEB 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষা ও মানব সম্পদ

বিশ্বের প্রায় সর্বত্র এখন মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর সবচাইতে বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। এমনকি বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশও ইহার বাইরে নয়। বলাবাহুল্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন করিতে হইলে সর্বপ্রথম শিশু ও কিশোরদের বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। কেননা তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষাই কেবল তাহাদের সম্পদে রূপান্তরিত করিতে পারে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং বোর্ড হইতে স্বল্পমূল্যে তাহাদের জন্য বই সরবরাহ করারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন বছরই ছাত্রছাত্রীরা যথাসময়ে বোর্ডের বই পায় না এবং বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা থাকে অত্যন্ত শোচনীয়।

এ প্রসঙ্গে গত সোমবার দুইটি পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদের উল্লেখ করা যায়। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের একটি সংবাদে বলা হয় যে, এই থানায় ২৫৩টি সরকারী প্রাথমিক এবং ২৫টি বেসরকারী রেজিস্টার্ড বিদ্যালয় রহিয়াছে। এক সরকারী প্রতিবেদনেই বলা হইয়াছে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৪৭টির ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। অন্যদিকে ইহার ১৯৮টি বিদ্যালয়ে লেট্রিন নাই, ২৮টিতে নলকূপ নাই, ৯৫টিতে নলকূপ অকেজো এবং শিক্ষকের স্বল্পতা রহিয়াছে বহু বিদ্যালয়ে। লালমনিরহাট হইতে প্রাপ্ত আর এক সংবাদে বলা হইয়াছে, এই জেলায় ৩ শত ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে বেশীরভাগের ঘরের ছাদ ও ছাউনি নাই, বেড়া নাই এবং দরজা-জানালা ভাঙ্গা। অন্যদিকে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ডসহ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অভাব সর্বত্র প্রকট। সমস্যার কারণে কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গাছের নীচে ক্লাস করে। অন্যদিকে উল্লাপাড়ার এক সংবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণীর বই দেরীতে আসিয়াছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তাহার সংখ্যা অনেক কম। অন্যদিকে বই বিক্রেতারা নোট বই ছাড়া পাঠ্য বই বিক্রয় করে না। এবং পাঠ্য বই-এর মূল্য ১০ হইতে ১৫ টাকা বেশী রাখে। তাহাদের বক্তব্য, বই-এর প্রকাশকরা বই-এর মূল্য বৃদ্ধি করায় তাহাদেরও মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

পত্রিকার পাতা উল্টাইলে প্রতিদিন এ ধরনের অসংখ্য সংবাদ চোখে পড়িবে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মানব সম্পদ উন্নয়নের যে প্রথম ক্ষেত্র সেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অভিভাবকেরা তাহাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেও তাহাদের ন্যূনতম শিক্ষা লাভেরও সুযোগ নাই। সে ব্যবস্থা বিগত দুই দশকেও সরকার করিতে পারে নাই। বলাবাহুল্য, এই সমস্যার জন্য প্রতিটি সরকারই কমবেশী অর্থাভাবকে দায়ী করিয়াছেন। এই দরিদ্র দেশে সরকারী তহবিলে ঘাটতি থাকিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষাখাতে কিংবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাহার কি সদ্ব্যবহার হয় প্রতি বছর? নির্মাণের অল্প কয়েক বছর পর বিদ্যালয়গৃহ কেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়? কেন বাঁশের বেড়া পর্যন্ত জোটে না প্রাথমিক বিদ্যালয়ে?

শিক্ষকরা সরকার হইতে বেতন-ভাতা পান। কিন্তু তাহাদের শতকরা কতজন যথাযথভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করেন? শিক্ষা প্রশাসনের অবস্থাই বা কি? অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রের সংকটের কারণ কেবল অর্থাভাব নয়, অন্যত্রও বিদ্যমান। সেজন্য আমরা মনে করি, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করিলে কিংবা সরকারী তহবিল হইতে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হইলেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি সাধিত হইবে না, ইহার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন ত্রুটি দূর করা। শিক্ষা প্রশাসনের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির দরুন শিক্ষক সমাজও নিষ্পিষ্ট হইতেছে। বস্তুত শিক্ষা প্রশাসন সঠিকভাবে চলিলে বিদ্যালয়গুলিও সঠিকভাবে চলিবে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন হইবে।

175